দৈনিক বাংলা

২৬।৫।৮০

092

431

প্রেসনোটে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা

সরকার দুঃখের সঙ্গে জানতে পেরেছেন যে তোলারাম কলেজে একদল উচ্ছৃংখল জনতার বেআইনী সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করতে এবং কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও এইচএসসি পরীক্ষা পরিচালনাকারী শিক্ষকদের প্রাণ রক্ষার্থে সোমবার বেলা প্রায় ১১টা ৪৫ মিনিটে নারায়ণগঞ্জে পুলিশকে গুলিবর্ষণ করতে হয়। গুলিবর্ষণের ফলে একজন নিহত ও ১০ জন আহত হয়। যে সব ঘটনা ও অবস্থার জন্য এই গুলিবর্ষণ করতে হয় তা নিম্নরূপঃ

পরীক্ষা কেন্দ্রে গোলযোগের আশংকা করে গত ২৪শে মে নারায়ণ-

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসনোট

(প্রথম পৃঃ পর)

গঞ্জ মহিলা কলেজ ও সরকারী তোলারাম কলেজে, যেখানে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে সেখানে কলেজ দুটোর ২০০ গজের মধ্যে বেআইনী সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারার অধীনে বিভিন্ন আদেশ জারি করা হয়। এর আগে সরকারী তোলারাম কলেজের নব নির্বাচিত ছাত্র সংসদ, যারা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (কাদের-চুন্নু) সদস্য তারা প্রায় ৪০০ পরীক্ষার্থী ও বহিরাগতদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ছাত্র নেতাদের পরীক্ষার হল ও ক্যাম্পাসে উপস্থিতি দাবী করে। কর্তৃপক্ষ তাদের এ দাবী অগ্রাহ্য করেন।

২৫শে মে বেলা প্রায় ৯টা ৪৫ মিনিটে নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রে কলেজ ছাত্র সংসদের নবনির্বাচিত কয়েকজন কর্মকর্তাসহ কিছুসংখ্যক বহিরাগত অধ্যক্ষের অফিসে সমবেত হয় এবং ছাত্র সংসদের সদস্য ও অন্যান্য ছাত্র নেতাকে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কেন্দ্রের অভ্যন্তরে থাকতে দেয়ার দাবী জানায়। তারা পুলিশ বাহিনী প্রত্যাহারেরও দাবী জানায়। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনা এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা অধীনে জারিকৃত নির্দেশাবলী প্রয়োগ করতে এ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ২৪শে মে রাত থেকে তোলারাম কলেজ ও নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজ প্রাঙ্গণের ২০০ গজ পরিধির মধ্যে বেআইনী সমাবেশ নিষিদ্ধ করে পূর্বাহ্নে এসব নির্দেশ জারি করেন। স্বভাবতঃই কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত বেআইনী দাবীর নিকট নতি স্বীকার করেন নি।

প্রায় ১০টা ৪০ মিনিটে একটি উত্তরপত্র বহিরাগতদের কাছে চালান করা হয়েছে এই খবর পেয়ে অধ্যক্ষের কাছে উপস্থিত মহকুমা প্রশাসক ও মহকুমা পুলিশ অফিসার উত্তরপত্রটি উদ্ধারের জন্য পুলিশসহ কলেজ ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় উপস্থিত হন। ঐ সময়ের মধ্যে উচ্ছৃংখল লোকের সংখ্যা প্রায় দুই হাজারে উন্নীত হয় এবং তারা চারদিক থেকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। এসডিও ও এসডিপিও প্রথমে হেইলারের সাহায্যে তাদের সতর্ক করে দেন। কিন্তু উচ্ছৃংখল লোকেরা এতে কান দেয় না, বরং কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে ২০ জন কনস্টেবল আহত হয়। উচ্ছৃংখল লোকেরা লাঠি ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশের দিকে ছুটে আসে। এদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ প্রথমে লাঠি চার্জ করে এবং পরে কয়েকটি কাঁদানে গ্যাস শেল নিক্ষেপ করে। পরীক্ষার্থীরাও উচ্ছৃংখল হয়ে পড়ে। তারা চেয়ার-টেবিল প্রভৃতি ভেঙ্গে ফেলে এবং কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের ওপর হামলা চালায়।

বহিরাগতরাও পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে হাত মেলায় এবং কলেজ গেটে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এই পর্যায়ে তারা কর্তব্যরত পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে এসিডের বোতল নিক্ষেপ করতে শুরু করে। কলেজ ল্যাবরেটরী থেকে তারা এগুলো সংগ্রহ করে। এর ফলে এসডিপিও, একজন ম্যাজিস্ট্রেট, একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং আরও ৪০ জন পুলিশ এসিডে গুরুতরভাবে আহত হন। কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধানের ঘাড়ে একজন ছাত্র লাঠি দিয়ে আঘাত করে। ফলে তিনি গুরুতররূপে